সংবাদ

তারিখ ২১ AUG 2009

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে ও তার গবেষণা কার্যক্রমকে গতিময় করুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা ও গবেষণা কেন্দ্রগুলো চলছে ঢিমেতেতালে নামকাওয়াস্তে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম দেখলে মনে হয় এটা যেন লিল্লাহর পয়সায় চলে। সরকার যা দেয় সেই দেয়াটার মধ্যে যেমন রয়েছে কৃপণতা তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষও এ বিষয়ে নির্লিপ্ত। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের না আছে জবাবদিহিতা, না আছে সচেতনতা। সে সঙ্গে দুর্নীতি তো রয়েছে আষ্টেপৃষ্ঠে। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ কর্তৃপক্ষের একটা অংশেও গবেষণা কাজ প্রত্যাশা অনুযায়ী এগোচ্ছে না বলে দীর্ঘদিনের অসন্তুষ্টি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রবীণ শিক্ষক বলেছেন, কোন গবেষণা কেন্দ্রেই সাড়া জাগানোর মতো কোন গবেষণা হচ্ছে না। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৮ বছরের ইতিহাসে গবেষণা কেন্দ্র কয়টি আছে সেটাও স্পষ্ট নয়। ২০০৮ সালের ডায়েরিতে গবেষণা কেন্দ্রের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ৩৩টি। ২০০৯ সালে বলা হচ্ছে ২৬টি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৬তম বার্ষিক বিবরণীতে ২০টি এবং ৮৭তম বিবরণীতে ২০টির কথা বলা হয়েছে। আবার বাজেট বইতে উল্লেখ করা হয়েছে ৩১টি গবেষণা কেন্দ্রের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বাজেট বইয়ের সংখ্যাকেই সঠিক বলেছেন।

আমরা মনে করি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম খাতটিকে আরও কার্যকর, ফলপ্রসূ ও গতিময় করা দরকার। এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকারকেও আরও উদ্যোগী হতে হবে। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে ঢেলে সাজিয়ে গবেষণা কর্মে সংশ্লিষ্ট ছাত্র-শিক্ষকদের আরও বেশি করে তৎপর করে তুলতে হবে। এর জন্য যে অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয় সেটাও খুবই কম। আমরা সরকারের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমে অর্থবরাদ্দ আরও বাড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। বিশেষ করে বর্তমান মহাজোট সরকার যেখানে শিক্ষা ও গবেষণার ওপর জোর দিচ্ছে সেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রম নিয়ে কৃপণতা না করাটাই হবে সঙ্গত। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে জবাবদিহিতা সচেতনতায় ও স্বচ্ছতায় নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কেন্দ্রগুলোকে ট্র্যাকের ওপর তুলতে ও যেসব গবেষণা কেন্দ্র অকার্যকর রয়েছে সেগুলোকে চালু করতে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানাচ্ছি। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিখ্যাত হয়েছে তাদের গবেষণা কর্মের উজ্জ্বল সাফল্যের জন্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ও আবার তার অতীত গৌরব ও ঔজ্জ্বল্য ফিরে পেতে পারে যদি লেখাপড়ার মানের পাশাপাশি সে তার গবেষণা খাতটিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে।